দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 NOV 1998

পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

জেলখানায় বন্দিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দেশের কারাগারগুলোতে বাধ্যতামূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। নিরক্ষর বন্দিদের জন্য এ শিক্ষা কার্যক্রম।

শিক্ষার মাধ্যমে বন্দিদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের ৮টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৬টি জেলা কারাগারে পুরোদমে এ কার্যক্রম চলছে। কারাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায়, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার পর এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এতে বন্দিদের মধ্যে ধীরে ধীরে শৃংখলাবোধ জাগছে। তাদের অনেকের মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক মায়া-মমতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সামান্য

শিক্ষা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

শিক্ষা ঃ চালু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ কমতির দিকে।

জানা গেছে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় দেশের ওই ৬৪টি কারাগারে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বন্দিদের জন্য বই, স্লেট, পেন্সিল ও ব্ল্যাকবোর্ড কারাগারগুলোতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসনও এ ব্যাপারে প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে।

আরও জানা গেছে, শিক্ষিত বন্দিদের মধ্য থেকে নিরক্ষর বন্দিদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এ কাজটি করেন সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ। প্রত্যেক ৩০ জন নিরক্ষর বন্দিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ১ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। দিনে দু'বেলা ক্লাস নেয়া হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত কয়েক হাজার নিরক্ষর পুরুষ ও মহিলা বন্দিকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ পুরুষ ও ২০ ভাগ মহিলা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সঠিক হিসেব মেলেনি।

৩ মাসের কোর্সে তিন দফায় নিরক্ষর বন্দিদের স্বাক্ষর প্রদানে সক্ষম করে তোলা হয়।

একটি সূত্রে জানা গেছে, দেশের ৮টি কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে ৫টিতে স্কুলঘর আছে। এগুলো হচ্ছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার, যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার এবং সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার। ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার, বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার ও রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারসহ বৃহত্তর জেলা কারাগার-গুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থায়ী ঘর এখনো তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ ব্যবস্থায় ওই ৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও বৃহত্তর জেলাগুলোর কারাগারসমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস নেয়া হচ্ছে।

পর্যায়ক্রমে এসব কারাগারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘর তৈরি হয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশা করছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বেতনভুক্ত সরকারি শিক্ষক রয়েছেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জন্য আছেন ২জন শিক্ষক। অন্যান্য কারাগারের জন্য ১ জন করে শিক্ষক।